بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ

খুতবা জুমআ

সৈয়দনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক জার্মানীতে প্রদত্ত ১৬ই অক্টোবর, ২০১৫-এর জুমআর খুতবার কিয়দংশ

তাশাহুদ, তাউজ ও সুরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর (আইঃ) বলেন,- কিছুদিন পূর্বে আমি হল্যান্ডে ছিলাম, সেখানকার এক সাংবাদিক বলেন যে,-সমগ্র পৃথিবীতে আহমদীয়া জামাত কি সবচেয়ে ক্রমবর্ধনশীল জামাত? আমি তাঁকে বললাম যে,-যদি একটি আন্তর্জাতিক জামাত হিসাবে দেখা যায় তবে অবশ্যই আহমদীয়া জামাত সবচেয়ে উন্নতশীল জামাত পরিলক্ষিত হবে। বর্তমান বিশ্বে তো অপরাপর সকলেই এটি স্বীকার করে থাকে এবং এটিই হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)এর সত্যতার বৃহৎ দলীল যে, ভারতবর্ষের ক্ষুদ্র একটি গ্রাম হতে উদ্ভুত একটি ধ্বনি বর্তমানে বিশ্বের প্রত্যেকটি শহর ও গ্রামে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। আবার এর নিরঙ্কুশ বা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য এই পরিস্থিতিতে আরও উল্লেখযোগ্য ও চমকপ্রদ হয় যখন আমরা দেখি যে, সেই সময় একজন সাধারণ ব্যক্তির চিন্তা ও ধারণায়ও এটি আসা সম্ভব ছিল না যে জামাত আহমদীয়াও বিশ্বে প্রসিদ্ধি ও পরিচিতি লাভ করবে। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) বড়ই দৃঢ়তার সহিত নিজ বক্তব্যাবলী ও পুস্তকাবলীতে আল্লাহতাআলার নিকট হতে সংবাদ প্রাপ্ত হয়ে ইহা বলতেন যে,- এমন একটি সময় আগত হবে যখন আহমদীয়া জামাত বিশ্বে সুপরিচিতি বা খ্যাতি লাভ করবে এবং তার প্রসারতা আল্লাহতাআলার সমর্থনের প্রমাণস্বরূপ হবে। সুতরাং এক সময় তিনি বলেন যে,- আল্লাহতাআলা এই ধারাবাহিকতাকে (জামাতকে) প্রসারতা দান করছেন এবং আল্লাহতাআলা এই ধারাবাহিকতাকে বিশ্বে প্রসারতা দান করতে চান বরং একটি প্রচলিত প্রথা আছে যে তিনি বলেন যে,- ধীরে ধীরে আল্লাহতাআলা এই ধারাবাহিকতাকে এতই প্রসারিত করবেন যে এটি সবার উপর প্রাধান্যতা লাভ করবে খোদাতাআলার এটিই বিধান যে, প্রতিটি কর্ম ক্রমান্বয়ে হয়ে থাকে। তিনি (আঃ) বলেন যে,- কোন বৃক্ষ এত দ্রুত ফলদান করে না যেভাবে আমাদের জামাত উন্নতি লাভ করছে। এটি খোদাতাআলার চিহ্নাবলী ও মর্যাদার প্রতীক।

যাইহোক আমরা তো এই বিশ্বাসে প্রতিষ্ঠিত এবং নিঃসন্দেহে প্রতিটি আহমদী হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এর প্রতি সত্য বিশ্বাস রাখে ও এই কথায় দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত যে, যেভাবে আল্লাহতাআলা শুধুমাত্র ১২৫ বৎসর পূর্বে একটি ক্ষুদ্র প্রান্তবর্তী স্থান হতে উদ্গত ধ্বনিকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে না শুধু প্রসারতা দান করেছেন বরং নিষ্ঠাবান-বিনয়ী লোকেদের জামাতও সৃষ্টি করে চলেছেন যারা কিনা বিনম্রতায়, বিশ্বস্ততায় ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হচ্ছেন তো আল্লাহতাআলা নিজ কৃপাবশত: ইনশাআল্লাহ তাঁর (আঃ)এর এ কথাটিও পূর্ণ করবেন যে, নিপীড়ন-নির্যাতন দূরীভূত হবে এবং এই ধারাবহিকতা সর্বোপরি প্রাধান্যতা লাভ করবে। বর্তমানে আমরা সেই যুগ অতিবাহিত করছি যে সময়ে এই ধারাবাহিকতা পৃথিবীতে প্রসারতা লাভ করছে এবং ক্রমবর্ধমান উন্নতি এখন পৃথিবী দর্শনও করছে তাইতো সেই সাংবাদিক আমাকে এ প্রশ্ন করেছিল যে এই জামাত কি সবচেয়ে বৃদ্ধিশীল জামাত বলে গণ্য হবে এছাড়া অন্যান্য স্থানেও এইরূপ প্রশ্ন করে থাকে এবং সাথে এ স্বীকারোক্তিও করে থাকে যে আহমদীয়া জামাত বড়ই দ্রুতগতিতে উন্নতির পথে অগ্রগামী জামাত। যদিও উৎপীড়নও সাথে সাথে চলছে অথচ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশগুলি হতে আগত রিপোর্টগুলি যাতে বয়াত এবং বয়াতকারীর ঘটনাবলীর বিবৃতি থাকে সেগুলি পড়ে আশ্চর্য হয়ে যাই যে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)এর বিরোধীতা কোথায় কোথায় পৌঁছেছে এবং সেই সঙ্গে আল্লাহতাআলার তাঁর (আঃ)এর সমর্থনের ঐশী দৃশ্যাবলীও কিভাবে দেখাচ্ছেন। যদি এটি কোন মানুষের কর্ম হোত তাহলে এই ধারাবাহিকতা এতদিনে নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার কথা, এবং এর মিথ্যার রহস্য উন্মোচিত বা ফাঁস হয়ে যেত পরন্তু এটি ধ্বংস হওয়ার কোন প্রশ্নই উঠে না এখানে তো আল্লাহতাআলা উন্নতি ও সমৃদ্ধি দান করছেন বা দেখাচ্ছেন।

আমরা যখন দেখি যে খোদাতাআলা কিভাবে ঐশী নিদর্শন দেখাচ্ছেন, কিভাবে মানুষদের ধরে ধরে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)এর বয়াতের অন্তর্ভূক্ত করছেন তা বিস্ময়কর। হযরত আকদশ মসীহ মাওউদ (আঃ) বলেছেন যে,- ইদানিং স্বপ্ন ও রোয়া অনেক বেশী দেখানো হচ্ছে, সম্ভবত: আল্লাহতাআলা মানুষদের স্বপ্ন মাধ্যমে অবহিত করতে চান। খোদাতাআলার ফিরিস্তারা এমনভাবে বিচরণ করছে যেভাবে আকাশে পঙ্গপালের ঝাঁক হয়ে থাকে। তারা মানুষের অন্তরে এ কথা প্রবেশ করতে থাকছে যে, মেনে নাও, মেনে নাও। এ মুহূর্তে আমি গত বছরে ঘটিত কিছু ঘটনাবলী উদাহরণস্বরূপ উপস্থাপন করছি। বহু ঘটনার মধ্যে সামান্য কিছু নেওয়া হয়েছে যাদেরকে স্বপ্ন মাধ্যমে আল্লাহতাআলা পথপ্রদর্শন করেছেন। আশ্চর্য হই তাদের কথা শুনে যে, কাদিয়ান হতে সহস্র ক্রোশ দূরে অবস্থিত বরং এমনও কিছু স্থান আছে যেখানে সংবাদপরিবহন বা যোগাযোগ ব্যবস্থা পর্যন্ত নাই। আল্লাহতাআলা তাদেরও পথপ্রর্শনে সহায়তা করছেন। একটি ছোট্ট দ্বীপ মরীশাসের নিকটে নাম মাইউটে। আমাদের মোবাল্লেগ সেখানে যাত্রা করেন। তিনি বলেন, এক অ-আহমদী বন্ধু স্বপ্নে হযরত আকদশ মসীহ মাওউদ (আঃ)কে দেখেন। কিছুদিন পর এম.টি.এ দেখার সুযোগ হলে এম.টি.এ তে হযরত আকদশ মসীহ মাওউদ (আঃ)এর ছবি দেখে তৎক্ষণাৎ তিনি বলে ওঠেন যে,- ইনিই সেই মহামান্য ব্যক্তিত্ব যাঁকে আমি স্বপ্নে দর্শন করেছিলাম।

এভাবে তাঁর বিশ্বাস জন্মে গেল যে আহমদীয়াতই প্রকৃত ইসলাম। সুতরাং তিনি বয়াত গ্রহণ করে জামাতের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যান।

এইভাবে গিনিকোনাকারী আফ্রিকার দূরদূরান্তবর্তী একটি দেশ। এখানকার শহরের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সোলেমান সাহেব দীর্ঘ সময়কালীন প্রচারাধীন ছিলেন পরন্তু বয়াত করছিলেন না। একদিন তিনি এলেন আর বললেন যে,- এবার আমি সন্তুষ্ট হয়েছি এবং আমি বয়াত করতে চাই, যখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হোল যে আপনি কিভাবে আশ্বস্ত হলেন? তখন তিনি নিজ স্বপ্ন সম্পর্কে জানালেন যে,- আমি একটি নৌকায় উপবিষ্ট আছি এবং আমাদের নৌকার নিকটস্থ আরেকটি নৌকা নিমজ্জিতপ্রায় এবং সেই ডুবন্ত নৌকার যাত্রীরা আমাদের নিকট সাহায্যের জন্য চিৎকার করছে, আমরা তাদের সহায়তা প্রদান করি এবং তারা আমাদের নৌকায় আরোহণ করে, আমি যে টেবিলের ধারে উপবিষ্ট ছিলাম সেখানে ইমাম মাহদী (আঃ)ও উপস্থিত আছেন, এবং আমাদেরকে পান করার জন্য দুধের বাটি দেন। আবার বললেন,- আমি সেই বাটিটি নিলাম এবং বড়ই সানন্দে পেট ভরে দুধ পান করলাম যা স্বাদে ভরপুর ছিল। এরপর যখন আমি জাগরিত হলাম তখন আমি অনুভব করলাম যে এটি জীবনদানকারী সুরা হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)এর নৌকায় আরোহণ করে এবং তাঁর (আঃ) এর বয়াতের অন্তর্ভূক্তির দরুন অর্জন করা সম্ভবপর, সুতরাং তিনি বয়াত করেন। এরূপে ভারবর্ষের দক্ষিণে কেরালার এক নবাগত বন্ধু আব্দুল হামিদ সাহেব নিজ গৃহে cable মারফত টি.ভি দেখতেন, হঠাৎ তাঁর এম.টি.এ দেখার সুযোগ হয়, তাঁর কৌতুহল বৃদ্ধি পেতে থাকে, তিনি তারিকিয়াত ফিরকার সহিত সম্পর্কযুক্ত ছিলেন এবং এক পীরের বয়াতের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। তিনি বলেন যে,- এম.টি.এ দেখার সবেমাত্র এক-দুই মাস অতিক্রান্ত হয়েছিল তিনি স্বপ্নে দেখলেন যে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)এর সমাধিস্থল পরিদর্শন করছেন সেখানে তিনি তাঁর প্রয়াত পীর সাহেবেরও সাক্ষাৎলাভ করেন। এই স্বপ্ন দর্শনের পর তিনি জামাতের অনুসন্ধান করতে করতে কাদিয়ানও পৌঁছে যান এবং সেখানে গিয়ে তিনি বয়াত গ্রহণ করে নেন।

এরূপে টিউনিশিয়া আফ্রিকার একটি দেশ, এখানকার এক বন্ধু কাদের সাহেব তিনি বলেন,- আমি জামাতীয় শিক্ষায় প্রভাবিত তো ছিলাম কিন্তু বয়াতের দিকে আমার হৃদয় অগ্রণী হোত না। সন্তুষ্টিও ছিল না। তার কারণ ছিল যে ইমাম মাহদীকে নবীরূপে মান্যতা দান করতে প্রস্তুত ছিলাম না। হুযুর (আইঃ) বলেন যে,- যদি মুসলমানদের এটি উপলব্ধ হয়ে যায় যে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)এর দাবী একজন শরীয়তবিহীন নবী হওয়ার ছিল, তিনি (আঃ) যা কিছু অর্জন করেছেন তা আঁ হযরত (সাঃ)এর মধ্যবর্তিতায় গৃহীত। এছাড়া মসীহ যার আগমনের কথা ছিল তিনি নবীর পদমর্যাদায় ভূষিত হয়েই আসবেন, যাইহোক এটি মানতে প্রস্তুত ছিলেন না। তারপর তিনি বলেন,- আমি সিদ্ধান্ত নিলাম যে, সেই পরিস্থিতিতে বা শর্তে বয়াত গ্রহণ করবো যদি খোদাতাআলা আমাকে অবহিত করেন যে, হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)ই প্রতিশ্রুত ইমাম মাহদী। সেই সময়কালে তিনি বলেন যে,- আমার কথোপকথন এক আহমদী বন্ধুর সহিত হয়, তিনি আমাকে এক সাক্ষ্য তথ্য দান করেন যে, যে ব্যক্তি ইমাম মাহদীকে স্বীকৃতি বা চিনতে পারা সত্ত্বেও বয়াত না করে সে জাহেলিয়াত বা অজ্ঞতার মৃত্যু বরণ করবে। তিনি বলেন যে এই কথাটি আমার উপর গভীর প্রভাব ফেলে, তাই আমি রাত্রে 'ইশতেখারা' করি এবং স্বপ্নে দেখি, আমি কোরআন করীম পাঠ করছি আর এমন একটি স্থানে স্থগিত হই যেখানে লেখা ছিল, 'ইন্নি আনসোরোকা ইয়া আহমদ' اِنِّیۡ اَنۡصُرُکَ یَا اَحۡمَدُ। তিনি বলেন যে,- এই স্বপ্নটি দেখামাত্র আমি বয়াত গ্রহণ করে ফেলি। আবার মালীর মোবাল্লেগ বলেন যে,- কোলিবালি নামক এক ব্যক্তি একটি ছোট্ট গ্রামের বয়:বৃদ্ধ, তিনি ২০১৪ র ডিসেম্বর মাসে বয়াত গ্রহণের সৌভাগ্য পান, তিনি বলেন ১৯৬৪ সালে যখন তিনি আইভরিকোষ্টে ছিলেন তখন একদিন স্বপ্নে দেখেন যে, দুটি শুভ্রবস্ত্র পরিহিত মানুষ তাঁর নিকটে আসেন এবং তাঁরা বলেন যে, ইমাম মাহদী আবির্ভূত হয়ে গেছেন তাঁর দীক্ষা নাও। এই স্বপ্নের পর তিনি সেনাবাহিনীতে যোগ দেন এবং স্বপ্নও বিস্মৃত হন। কিন্তু ২০১৪তে একদিন রেডিও টিউনিং বা অন্বেষণ করছিলেন তখন আহমদীয়া রেডিও পেয়ে যান। যখন তা শ্রবণ আরম্ভ করেন এবং ইমাম মাহদীর আগমনের কথা শুনেন তখন তাঁর হৃদয়ের অবস্থার পরিবর্তন হয় ও স্বপ্নও পুনঃস্মরণ করেন। তিনি আল্লাহতাআলার লক্ষ লক্ষ কৃতজ্ঞতা প্রদান করতে থাকেন যে, মৃত্যু পূর্বে তাঁর ইমাম মাহদীর বয়াত লাভের সৌভাগ্য অর্জন হোল যার সংবাদ তাঁকে খোদাতাআলার পক্ষ হতে পঞ্চাশ বছর পূর্বেই দেওয়া হয়েছিল। পবিত্র চিত্তের মানুষকে আল্লাহতাআলা নষ্ট হতে দেন না। এক দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পরও আল্লাহতাআলা তাঁর পথপ্রদর্শন করেন।

আবার সোয়াজিল্যান্ড নামক দেশ যেখানকার তাহের নামক এক আহমদী যুবক কিছুকাল পূর্বে বয়াত গ্রহণ করেছেন। এ বছর রমজানের সাতাশের রাত্রে তিনি স্বপ্নে দর্শন করেন যে, পূর্ণচন্দ্র তার সম্পূর্ণ জ্যোতির সহিত দিবালোকের ন্যায় চমকাচ্ছে। স্বপ্নে একটি ধ্বনি এলো যে এটি সেই জ্যোতি যা তুমি অর্জন করেছ, এটিকে দৃঢ়তার সহিত ধরে রাখ এটি ধীরে ধীরে সমগ্র সোয়াজিল্যান্ডে বিস্তার লাভ করবে, স্বপ্নে আমাকে বুঝানো হলো যে, এই জ্যোতির অর্থ আহমদীয়াত ছিল যা ধীরে ধীরে সমগ্র দেশে বিস্তার লাভ করবে ইনশাআল্লাহতাআলা। এই স্বপ্নের পর সেই নবাগত আহমদীর মধ্যে অসাধারণ দৃঢ়ত্ব অর্জন হয়েছে। এছাড়া মালীর আর একটি ঘটনা আছে, নান্দরে বাউগ এর এক ব্যক্তি সৈয়দ সাহেব, এক বয়:বৃদ্ধ বুজুর্গ যিনি আহমদীয়াত সম্পর্কে শুনেছিলেন পরন্তু তিনি আহমদীয়াত সম্পর্কে নিজ সন্তুষ্টি অর্জন করতে চাইছিলেন এজন্য তিনি চল্লিশ

রাতের চিল্লা করেন। তিনি বলেন যে, একুশের রাত্রে তিনি স্বপ্নে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এবং তৎসঙ্গে আমাকেও(হুযুর আই:) দেখেন যে, দুজন তাঁর গৃহে আগমন করেন, ও তাঁকে সঙ্গে করে আকাশে নিয়ে যান। তিনি বলেন যে এই স্বপ্নটি দেখে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন হয় এবং তিনি আহমদীয়াত গ্রহণ করে নেন।

মানুষ ভাবে যে আফ্রিকাবাসীগণ অনায়াসে আহমদীয়াত গ্রহণ করে নেয় অথচ যেহেতু তাদের মধ্যে সত্য গ্রহণের অনুসন্ধিৎসা আছে তাই শ্রবণ করে ও যাচাই করে নেয়। নিবিষ্টমনা বা একঘেয়েমি দেখায় না এবং যেহেতু সৎচরিত্রের অধিকারী হয়ে থাকে তাই আল্লাহতাআলাও তাদেরকে পথনির্দেশনা দান করেন। ধর্মের জন্য তাদের হৃদয়ে এক মর্ম বেদনা ছিল তাই তো চল্লিশ দিন ব্যাপি চিল্লা করার কথা চিন্তা করেন। আবার আল্লাহতাআলা এটি স্পষ্ট করার জন্য যে, কেবলমাত্র হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) খোদাতাআলার সত্য ও প্রেরীত নবী, মসীহ এবং মাহদী ছিলেন বরং তাঁর (আঃ)এর পর প্রচলিত খেলাফতের ব্যবস্থাপনাও আল্লাহতাআলার পক্ষ হতে ঐশী সাহায্যপুষ্ট এবং হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)এর মিশনকে পরিচালনকারীও বটে তাই খলিফাগণকেও স্বপ্নে দেখিয়ে পথপ্রদর্শন করে থাকেন। সুতরাং নাইজেরিয়া হতে এক মোয়াল্লেম সাহেব লেখেন যে, মোহাম্মদ নামক এক ব্যক্তি নিজ স্বপ্ন সম্পর্কে বলেন যে, তিনি সামুদ্রিক জাহাজে বসে ছিলেন, যখন সামুদ্রিক জাহাজ সমুদ্রে এসে উপস্থিত হয়, হঠাৎ ঝড় উঠে, এবং জাহাজ নিমজ্জিত হতে আরম্ভ করে, ও জীবনের আশা শেষ হতে থাকে। সে সময় এক ব্যক্তি তার হস্ত প্রসারিত করে এবং আমাকে তীরে নিয়ে আসে। আমার জানা ছিল না যে এই খোদার প্রেরিত পুরুষটি কে? কিছুদিন পর সেই মোহাম্মদ নামক ব্যক্তির সম্পর্ক আমাদের এক দায়িইলাল্লাহ ও মোয়াল্লেমের সাথে হয়। দায়িইলাল্লাহ সেই ব্যক্তিকে এম.টি.এ দেখালে এম.টি.এ তে সে যখন আমার চেহারা দেখে তো তৎক্ষণাৎ বলে ওঠে যে এই সেই খোদা প্রেরিত পুরুষ যিনি আমাকে রক্ষা করেছিলেন, এভাবে সে তার সমস্ত পরিবারসহ আহমদীয়া জামাতে অন্তর্ভূক্ত হয়ে যায়। এবার মিশরের এক ব্যক্তির কথা বলব যিনি বলেন,- ২০০৪ সালে স্বপ্ন দেখেছিলেন:- হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে (রাহ:) এক স্থানে বিশ্রাম করছেন, আমি তাঁর পাশে উপবিষ্ট আছি, এবং তিনি আমাকে দেখে বলেন যে, তোমার এ বিষয়ে অন্বেষণ করা উচিৎ। আমি সে সময় বুঝে উঠতে পারলাম না। আর বললেন যে,- আমি এর পূর্বে কখনও হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে (রাহঃ)কে দেখি নাই। স্বপ্নের চার বছর পর আমি এম.টি.এ দেখি এবং গবেষণা করতে থাকি এবং এরূপে আল্লাহতাআলা আমাকে পরিচালনা করেন। তিনি বলেন, ২০১৪ সালের নভেম্বর মাসে বয়াত গ্রহণের পূর্বে স্বপ্ন দেখি যে, আমি একটি মসজিদের ভিতরে প্রবেশ করেছি যা নামাজিদের দ্বারা পূর্ণ ছিল। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) স্বয়ং উপস্থিত আছেন এবং আমার দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করছেন। আমি হুযুরের নিকটবর্তী হই এবং তাঁর স্থলে আবার খলিফাতুল মসীহ আওয়াল (প্রথম) উপবিষ্ট হন, একটি ধ্বনিতে বলা হোল যে, ইনি আবুবকর সিদ্দিক, আমি আরও নিকটবর্তী হলে হযরত খলিফাতুল মসীহ আওয়ালের স্থলে খলিফাতুল মসীহ খামিস (আইঃ) উপবিষ্ট হন, তিনি আমাকে দেখামাত্র দোয়ার নিমিত্তে হাত উঠান এবং আমিও দোয়াতে অংশ নিই। তিনি বলেন যে, আমি এই স্বপ্নের অর্থ এভাবে করি যে, দোয়ার গ্রহণীয়তা হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এবং তাঁর খলিফাগণের অনুসরণের আনুকুল্যে গৃহীত হয়ে থাকে।

হুযুর (আইঃ) বলেন যে,- সুতরাং এই সত্যতাকে অনুধাবনকারী সৌভাগ্যশালী ব্যক্তিবর্গ যাদের হৃদয়ের ভাবনাকে দেখে খোদাতাআলা তাদের পথপ্রদর্শন করছেন, যেমন এরূপ মানুষ আছেন আবার কিছু মানুষ আছেন যাদের স্বপ্ন মাধ্যমে এমন স্পষ্ট পথনির্দেশনা দেন যে আশ্চর্য হতে হয় এবং যারা নিজেকে ধর্ম-জ্ঞানী বলে মনে করেন আল্লাহতাআলার এই পথনির্দেশনা হতে পৃথক বা বঞ্চিত থেকে যায়। এক সময় হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) নবাগতদের সভায় উপবিষ্ট ছিলেন, তিনি (আঃ) সেই নবাগতদের প্রতি ভালবাসার প্রকাশ করত: বলেন যে,- 'আপনারা বড়ই সৌভাগ্যবান যে যারা বড় বড় মৌলবী ছিল তাদের জন্য খোদাতাআলা কপাট বন্ধ করে রেখেছেন এবং আপনাদের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। খোদাতাআলার আপনাদের উপর বড়ই কৃপা যে, আপনারা এখানে উপবিষ্ট আছেন, এবং যারা সারা পৃথিবীতে বিক্ষিপ্তভাবে আছে। আল্লাহতাআলা আপনাদের আহমদীয়াত গ্রহণের সৌভাগ্যপ্রদান করেছেন।' যাইহোক যেভাবে আমি পূর্বে কতকবার উল্লেখ করেছি যে, আমাদেরও আল্লাহতাআলার এই কৃপা ও অনুগ্রহকে স্মরণ রাখা উচিৎ এবং তাঁর কৃতজ্ঞতাভাজন হওয়া উচিৎ। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) জামাতে আগমনকারীদের উদ্দেশ্যে বলতেন যে,- 'আমাদের জামাতকেই দেখে নাও, এরা সকলেই ঐ সকল বিরুদ্ধবাদীদের মধ্য হতেই বহির্গত হয়ে এসেছেন এবং প্রত্যহ যারা বয়াত গ্রহণ করছেন তারা ঐ সকলদের মধ্য হতে আসেন, তাদের মধ্যে যদি সেই যোগ্যতা ও নিষ্ঠা না থাকতো তবে তারা কিভাবে বহির্গত হয়ে আসতেন'। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)বলেন যে,- 'বহু পত্রাদি এই ধরনের বয়াতকারীদের পক্ষ হতে আসে যে, প্রারম্ভে আমি গাল-মন্দ বা তিরস্কার করতাম পরন্তু এখন আমি তওবা বা অনুতাপ করছি আমাকে মার্যনা করা হোক।' হুযুর (আইঃ) বলেন যে,- আজও বহু এমন ব্যক্তিত্ব আছেন যাঁরা পূর্বে বিরোধী মনোভাব পোষণ করতেন অথচ আজ নিষ্ঠাতে ক্রমশঃ অগ্রগন্য হয়ে চলেছেন। এইরূপে মালীর এক মোবাল্লেগ সাহেব আমাকে লিখেছেন যে, সোলেমান নামক আমাদের জামাতের এক সদস্য আছেন, বয়াতের পর তাঁর স্ত্রী তাঁর স্বামীর ভাইয়ের নিকট চলে যান আর বলেন যে, তোমার ভাই আর মুসলমান রইলেন না, তোমার ভাই আহমদী হয়ে গেছেন তিনি আর মুসলমান নেই। তুমি গিয়ে তাকে বুঝাও। এতে তার ভাই ভীষণ

রাগান্বিত হয়ে সোলেমান সাহেবের নিকট যায় আর আহমদীয়াত ত্যাগ করতে বলে। যদি তিনি আহমদীয়াত ত্যাগ না করেন তাহলে তার সাথে কোন সম্পর্ক রাখবেন না এমনকি তাঁর জানাজাও পড়বে না বলে জানায়। পরন্তু সোলেমান সাহেব ভাইয়ের কথায় তোয়াক্কা করলেন না এবং দৃঢ়প্রতিষ্ঠ থাকেন। তাঁর বিরোধী ভাই কিছুদিন পর রেডিও আহমদীয়া শ্রবণ করা আরম্ভ করে দেন এই মনোভাব নিয়ে যাতে আহমদীয়াত হতে নিজ ভাইকে রক্ষা করা যেতে পারে এবং রেডিও শুনে তার উপর আপত্তি করে ভাইকে রক্ষা করবেন। কিন্তু কিছুকাল পর তাঁর বিরোধী ভাইয়ের হৃদয়ের পরিবর্তন সাধিত হয়ে বয়াত করে জামাতের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যান। এরূপে ভারবর্ষের এক মোবাল্লেগ আজমল সাহেব লিখছেন যে, পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার এক গ্রামে তবলিগী সভার আয়োজন করা হয়। সেই সভায় গ্রামের অ-আহমদী মসজিদ কমিটির তত্ত্বাবধায়ক, মোয়াজ্জেন ও কিছু অন্যান্য শিক্ষিত ব্যক্তি যোগদান করেন। সভা শেষে মসজিদ কমিটির তত্ত্বাবধায়ক বলেন যে,- আমার ভ্রাতুষ্পুত্র আহমদী এবং আমি সর্বদা আহমদীদের ঘৃণা করতাম, আর আমার ধারণা ছিল যে আহমদীরা বিধর্মী, কিন্তু এ মুহূর্তে আমি খোদার কসম খেয়ে বলতে পারি যে আহমদীরাই প্রকৃত মুসলমান এবং বাকি সবাই ইসলাম হতে বহু দূরে। পরবর্তীতে এই গ্রামে ১২ জন বয়াত গ্রহণ করে।

যাইহোক, এ সবই খোদাতাআলার কর্ম যা তিনি করে চলেছেন, এবং জামাত এই নিদর্শনাবলী দেখছে, এবং নি:সন্দেহে এই সমস্ত ঘটনাবলী আমাদের বিশ্বাসকে অধিক দৃঢ়তা দান করছে। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) আমাদের বলেছেন যে,- ‘হৃদয়কে জ্যোর্তিমন্ডিত করতে হলে আস্থা বা ভরসার শক্তিকে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত করা আবশ্যক, নিজ বিশ্বাসের শক্তিকে দৃঢ় করা আবশ্যকীয়’। সুতরাং আমাদের প্রত্যেককে নিজেকে অনুশীলন করা উচিৎ যে আমাদের বিশ্বাসের শক্তি কি ক্রমবর্দ্ধিত হচ্ছে, আমাদের হৃদয় কি আলোকিত হচ্ছে, আমাদের কি ধর্মের প্রতি আকর্ষণ আছে? আমরা কি ইসলামী আদেশাবলী পালনে সচেষ্ট? হযরত আকদশ মসীহ মাওউদ (আঃ) এক স্থানে আমাদেরকে নিজ ধর্মীয় অবস্থার দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করে বলেন যে,- ‘কোরআন শরীফ পাঠ করো এবং খোদা হতে হতাশ বা বিমুখ হয়ো না। মোমিন বা নিষ্ঠাবান ব্যক্তি খোদা হতে কখনো হতাশ হয় না, এটি অবিশ্বাসীদের বৈশিষ্ট্য বা অভ্যাসে গণ্য, যে তারা খোদাতাআলা হতে শীঘ্রই নিরাশ হয়ে পড়ে। আমাদের খোদা ‘আলাকুল শায়ইন কাদির খোদা’ علی کل شیء قدیر। কোরআন শরীফের অর্থও পাঠ করো, নামাজগুলিকে গুছিয়ে পড়ো এবং তার অর্থও অনুধাবন করো। নিজ ভাষাতেও প্রার্থনা করো, কোরআন শরীফকে একটি সাধারণ পুস্তকের ন্যায় মনে করে পড়ো না, বরং সেটিকে খোদাতাআলার বাণী হিসাবে পাঠ করো। নামাজকে এমনভাবে পড়ো যেভাবে রসূলাল্লাহ (সাঃ) পড়তেন। তোমাকে যে প্রার্থনাসমূহ করার তা নামাজের মধ্যে করে নাও, এবং সম্পূর্ণ নিয়ম পদ্ধতিকে দৃষ্টিপটে রেখে বুঝে বুঝে সমস্ত নামাজের অনুবাদগুলিকে পাঠ করো এবং তারপর তার অর্থগুলিকে অনুধাবন করে নামাজ পড়ো। এটি নিশ্চিত বুঝে নাও যে, মানুষের অন্তরে সত্য একত্ববাদ আসতেই পারে না যতক্ষণ সে নামাজকে টিয়াপাখির ন্যায় পড়বে। আত্মার উপর তার প্রভাব পড়ে না, পদস্খলন ঘটে না যা তাকে পরাকাষ্ঠার শিখরে পৌঁছে দেয়’। তিনি (আঃ) বলেন,- ‘বিশ্বাসও এটিই রাখো যে, খোদার কোন দ্বিতীয় এবং সমকক্ষ নাই এবং নিজ ব্যবহারিক কার্যকলাপ হতে তা প্রমাণ করে দেখাও’।

খুতবা জুমআর শেষে হুযুর (আইঃ) বলেন,- আল্লাহতাআলা আমাদের সকলকে এ সৌভাগ্য প্রদান করুন যে, আমরা খোদাতাআলার সহিত সম্পর্ককে দৃঢ় করতে সক্ষম হই, হযরত মসীহ মাউদ এর আগমনের উদ্দেশ্যকে অনুধাবনকারী হই, এবং জামাতের এক সক্রিয় ও দৃঢ় অংশে পরিণত হই। আঁ হযরত (সাঃ)এর শিক্ষাকে বিশ্বের সর্বত্র বিস্তারকারী হই এবং আল্লাহতাআলার পুরস্কাররাজিতে সর্বসময় অংশীদার হতে পারি।

অনুবাদক: বুশরা হামীদ, নাজারাত নাশরো ইশাআতের নির্দেশক্রমে

Khulasa Khutba Juma Huzoor Anwar 16th October, 2015

BOOK POST (PRINTED MATTER)

To...

....

....

NAZARAT NASHR-O-ISHAAT, QADIAN, INDIA